أنصار غزوة الهند | ANSAR GHAZWATUL HIND

আনসার গাযওয়াতুল হিন্দ

৫ শাওয়াল, ১৪৪২
১৭ মে, ২০২১

আকসা থেকে কাশ্মীর: এক দেহ, এক আত্মা, এক জিহাদ!

وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

"অর্থঃ আর যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী"। (সূরা আল-মায়েদা ৫:৫৬)

বিপদ-আপদ ও দুঃখ-পেরেশানি একের পর এক এই উম্মতের উপর দীর্ঘ হচ্ছে। জায়নবাদী ইহুদীরা মসজিদে আকসার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে, ফিলিস্তিন ও তার অধিবাসীদের ঘিরে রেখেছে। বিশেষ করে কুদসের চারপাশ ও তার পবিত্র ভূমিকে তারা এমনভাবে বেষ্টন করে রেখেছে - যার কোনো নজির পৃথিবীতে নেই।

ক্রুসেডার ও মূর্তিপূজারীরা ইহুদীদের এই নির্যাতনে সমর্থন দিচ্ছে। তারা সকলেই অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে ইহুদীদের সমর্থন দিচ্ছে। অন্যদিকে মুশরিক মূর্তিপূজারীরাও তাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল - কাজে না হলেও শুধুমাত্র নামধারী ইসলামি রাষ্ট্রগুলো তাদের মুসলিম ভাইদেরকে অন্যায়ভাবে জেলে ভরে রাখছে। বিশেষ করে এই পবিত্র ভূখণ্ডে।

আমরা আম্বিয়া ও রাসূলদের স্মৃতি বিজড়িত এই পবিত্র ভূমির সকলকে উদ্দেশ্য করে বলছি - আপনারা যদি সবর করেন এবং সিসাঢালা প্রাচীরের মত সারিবদ্ধ হয়ে যান, তাহলে ইনশাআল্লাহ সত্য বাতিলকে একেবারে মিটিয়ে দেবে। এমনভাবে মিটিয়ে দিবে যেন তার কিছুই ছিল না। আর নিশ্চয়ই বাতিল দূর হবেই।

ইনশাআল্লাহ অচিরেই বিশ্ব ব্যবস্থা পরিবর্তন হবে এবং ইসলামি জীবনব্যবস্থা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। অচিরেই সকল জুলুম ও অত্যাচার দূর হবে। আপনাদের উপর করা প্রতিটি জুলুমের জবাব দেয়া হবে। যারা এই জুলুম ও অত্যাচার দেখেও নীরব থেকেছে এবং যারা এই নির্যাতনে ইহুদীদের সাহায্য করেছে তাদের প্রত্যেককে হিসাব দিতে হবে ইনশাআল্লাহ।

বায়তুল আকসা মুসলমানদের প্রথম কিবলা। তাই আমাদের ও সকল মুসলিমদের ঈমানি দায়িত্ব তার রক্ষণাবেক্ষণ করা। এই দায়িত্ব আমাদের উপর ফরজ ও আবশ্যকীয় দায়িত্ব।

হে মাসজিদুল আকসা, শপথ আল্লাহর! শপথ আল্লাহর!! এবং শপথ আল্লাহর!!! যার হাতে আমাদের জীবন ও মরণ - নিশ্চয়ই 'আনসার গাযওয়াতুল হিন্দ' তোমার রক্ষাকারী, তোমার প্রহরী। কাশ্মীর ও হিন্দুস্থানে বসবাস করা সকল মুসলিম তোমার অতন্দ্র প্রহরী। তোমার ইজ্জত ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য তারা জীবন বাজী রাখবে।

আমরা আমাদের ফিলিস্তিনি ভাই-বোন ও শিশুদের কাছে ওয়াদা করছি - আমাদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আপনাদের এই যুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শরিক থাকবো। কেননা আমাদের ও আপনাদের জিহাদের লক্ষ্য - এক ও অভিন্ন। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব যাতে করে আমাদের বরকতময় লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি। আমাদের উচিৎ হবে - এই মহান উদ্দেশ্যের জন্য অর্থাৎ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর জন্য সাধ্যের সবটুকু ব্যয় করা। আমরা পবিত্র করব সে বিশ্বকে, যাকে বাতিলরা পঙ্কিলযুক্ত করেছে।

আমরা দেখেছি যে, আমাদের সকল শত্রু এই যুদ্ধে এক দেহের মত। তারা এক কাতারে শামিল। তাই আমাদের উচিৎ এই যুদ্ধে আকসা থেকে কাশ্মীর এবং সীসান থেকে সোমালিয়া পর্যন্ত এক হয়ে যাওয়া। যাতে করে আমরা আমাদের মোবারক লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি। আর আমাদের উচিৎ হবে - এই জিহাদে বিচ্ছিন্ন না হওয়া এবং বিভক্তি না করা। কেননা এটা একটা বড় ত্রুটি। ঐক্য ছাড়া বিজয় ছিনিয়ে আনা অসম্ভব। যতক্ষণ না আমরা ঐক্য ও অভিন্নতা গড়ে তুলতে পারি, ততক্ষণ আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব না। কেননা উম্মতে ইসলামিয়া এক দেহের মত। তার আত্মা এক। এই দিক বিবেচনায় উম্মতের ঔষধ ও প্রচেষ্টাও এক।

তাই আমরা সারাবিশ্বের মুসলিম উম্মাহর সকল সন্তানদের তাওহীদের পতাকাতলে একত্রিত হবার আহবান জানাচ্ছি। আপনারা সকলে একসাথে একটি মজবুত সিসাঢালা প্রাচীরের মত হয়ে যান এবং এর দ্বারা 'বৈশ্বিক জিহাদ'কে সুদৃঢ় করুন।

আল্লাহর সাহায্য ঐ সম্প্রদায়ের উপর আসে যারা অবিচল থেকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। এর একটি জীবন্ত উদাহরণ হল – ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান। তারা এক দেহের মত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। আফগান মুজাহিদ জাতি একবার নয় বরং দুইবার, দুইটি পরাশক্তিকে আফগানের ভূমিতে পরাজিত করেছে। আমরা দেখেছি, আমেরিকা ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে কীভাবে তারা শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর ভরসা করে বিজয় লাভ করেছে। রাশিয়া ও আমেরিকার পরাজয় দ্বারা আল্লাহ আমাদের এটাও দেখিয়ে দিয়েছেন যে – যুগে যুগে অত্যাচারীরা এক আল্লাহর উপর ভরসাকারী সেসময়কার সবচেয়ে দুর্বল জাতির কাছেই পরাজিত হয়। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন-

৫ শাওয়াল, ১৪৪২
১৭ মে, ২০২১

আকসা থেকে কাশ্মীর: এক দেহ, এক আত্মা, এক জিহাদ!

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله

“অর্থঃ ...কত অল্প সংখ্যার দল বড় সংখ্যার দলকে পরাস্ত করেছে...”। (সূরা বাকারা ২:২৪৯)

এই বিজয় ফিলিস্তিন থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত বসবাসকারী মুসলিমদের জন্য একটি স্পষ্ট নিদর্শন যে, বিজয় শুধু আল্লাহর তরফ থেকেই হয়। আর পূর্ণাঙ্গ তাওয়াক্কুল ছাড়া বিজয় লাভ করা যায় না। এই বিজয় আমাদের বার্তা দিয়ে যায় যে, আমরা যেন এক হই এবং আল্লাহর রাস্তায় সবর করি। এছাড়াও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, জিহাদ বন্ধ করা বাতিল ও তাগুতের কল্যাণ সাধন ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমরা যারা ‘আনসার গাযওয়াতুল হিন্দ’ এর সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেকেই আজ আমাদের ফিলিস্তিনি ভাই ও বোনের সাথে সেই অঙ্গিকার নবায়ন করছি - যে অঙ্গিকার করেছিলেন এই উম্মতের হিতাকাঙ্ক্ষী শহীদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ। তিনি বলেছিলেন,

‘ ফিলিস্তিনি ভাইদের বলছি - আপনাদের সন্তানদের রক্ত, আমাদের সন্তানেরই রক্ত। আপনাদের রক্ত, আমাদেরই রক্ত। রক্তের বদলা রক্ত আর ধ্বংসের বদলা ধ্বংস। আমরা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি - আমরা কখনোই আপনাদের একা ছেড়ে যাব না। আমরা আপনাদের সাথে থাকব যতক্ষণ না পূর্ণ বিজয় আসে অথবা আমরা হামজা বিন আবদুল মুত্তালিবের মত শাহাদাতের স্বাদ আস্বাদন করি।

وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين

****